মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন সাহিত্য পুরস্কার-২০২৪ পেলেন মেহেরপুরের ড. শামস আলদীন

মেহেরপুরের কৃতি সন্তান ও সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. শামস আলদীন ‘মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন সাহিত্য পুরস্কার-২০২৪’ এ প্রবন্ধ ও গবেষণা শাখায় ভূষিত হয়েছেন।

সাহিত্য মঞ্চ, চাঁদপুর কর্তৃক প্রবর্তিত এই পুরস্কারটি বাংলা সাহিত্যে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রদান করা হয়। এ বছর আরও পুরস্কৃত হয়েছেন কবি শাহ বুলবুল (কবিতা) এবং গল্পকার ও গবেষক নাহিদা নাহিদ (কথাসাহিত্য)।

সাহিত্য মঞ্চের সভাপতি কবি ও অনুবাদক মাইনুল ইসলাম মানিক পুরস্কার প্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করেন। ২০২০ সাল থেকে এ পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। সাহিত্য মঞ্চের ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে গত ২৪ জানুয়ারি ২০২৫ চাঁদপুর সাহিত্য সম্মেলন-২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে ২০২৩ এবং ২০২৪ সালের পুরস্কারপ্রাপ্তদের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

ড. শামস আলদীনের জন্ম ১৯৮২ সালে মেহেরপুর জেলার মল্লিকপাড়ায়। তিনি ১৯৯৭ সালে মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি, ১৯৯৯ সালে মেহেরপুর সরকারি কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেন। তিনি মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ড. গাজী রহমানের সন্তান। ভারতের রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন তিনি। বর্তমানে তিনি সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন। তার রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা ২৫টি। সাহিত্য মঞ্চ, চাঁদপুরের এই উদ্যোগ বাংলা সাহিত্যের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ড. শামস আলদীনসহ সকল পুরস্কারপ্রাপ্তদের প্রতি মেহেরপুর প্রতিদিনের পক্ষ থেকে রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় জামায়াত নেতার মৃত্যু

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হাফেজ শেখ মোমিনুল ইসলাম (মোমিন হুজুর) (৫৫) ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে।

নিহত মোমিন হুজুর বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর অঙ্গ সংগঠণ, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারশনের সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়ন শাখার সভাপতি ও খোকসা গ্রামের মৃতু আলেম শেখের ছেলে।

গতকাল সোমবার রাত ৭ টার দিকে ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। এঘটনায় গাংনী উপজেলার মালসাদাহ গ্রামের সানিক হোসেন নামের জামায়াতের অপর কর্মী গুরুতর আহত হয়েছেন। পরিবারের সূত্রের বরাত দিয়ে মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেখ মেসবাহ উদ্দীন এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, গত রবিবার রাত ৯ টার দিকে হাফেজ মোমিন মেহেরপুর ট্রাস্ট মসজিদে জামায়াতে ইসলামীর টি এস প্রোগ্রাম শেষ করে মোটরসাইকেল যোগে নিজ গ্রামে যাচ্ছিলেন। মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কের সদর উপজেলার চাঁদবিল ইম্প্যাক্ট হাসপাতালের সামনে অকেজো অবস্থায় পড়ে থাকা একটি লাটাহাম্বা অন্ধকারে না দেখে সজোরে ধাক্কা মারে। এতে রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে হাফেজ মোমিনসহ অপর আরোহী গুরুতর আহত হন।

স্থানীয়রা তাদের দুজনকে উদ্ধার করে মেহেরপুর-২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেন। তাদের অবস্থার অবনতি হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক দুজনকেই রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। সেখানেও তার অবস্থার অবনতি হলে ঢাকা মেডিকেলে রেফার্ড করেন চিকিৎসক।

আজকে রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। অপর আহত সানিক বর্তমানে রাজশাহী মেডিকেলে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। পরে স্থানীয়রা

লাটাহাম্বার হেলপার সামছুলকে আটক করে সদর থানা পুলিশে সোপর্দ করে।

আটক সামছুল মেহেরপুর সদর উপজেলার মদনাডাঙ্গা গ্রামের বদরুদ্দিনের ছেলে। এদিকে হাফেজ মোমিনের মৃত্যুতে শোখ জানিয়েছেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা তাজ উদ্দীন খান, মেহেরপুর জেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুলসহ জামায়াতে ইসলামীর স্থানীয় নেতাবৃন্দ।

মিলন হত্যা মামলায় সকল আসামি বেকুসুর খালাস

মেহেরপুরের গাংনীর চাঞ্চল্যকর প্রবাস ফেরৎ হাসানুজ্জামান মিলন হত্যা মামলার সকল আসামি আসামিকে বেকুসুর খালাস দিয়েছেন আদালত। আসামিদের মধ্যে তার স্ত্রী মানছুরা, শ্যালিকা ও ভাইরা রয়েছেন।

গতকাল সোমবার বিকালে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোঃ মন্জুরুল ইমাম চাঞ্চল্যকর এই হত্যা মামলাটির রায় দেন। মামলার রায় ঘোষণার সাথে সাথে তার স্ত্রী মানছুরা খাতুন আদালতের কাঠগড়াই ভেঙ্গে পড়েন।

২০১৬ সালের ২৫ এপ্রিল সকালের দিকে গাংনী উপজেলা শহরের সিনেমাহলপাড়াস্থ জিল্লুর দারোগার পরিত্যক্তু বিল্ডিং এর পিছনের জঙ্গলের মধ্যে থেকে প্রবাসফেরত হাসানুজ্জামান ওরফে মিলনের লাশ উদ্ধার করা হয়। মিলনের শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহৃ ছিল। ওই ঘটনায় নিহত মিলনের পিতা আব্দুল হামিদ বাদি হয়ে মিলনের স্ত্রী মানছুরা খাতুন, তার দুলাভাই আব্দুর রশিদ, মানছুরার ছোট বোন মছনয়ারা খাতুন মুন্নি এবং গাংনীর ব্যবসায়ী মোজাম্মেলকে আসামি করে গাংনী থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং-২৬, জি আর কেস নং ১২৯/২০১৬।

ওই সময় মিলনের স্ত্রী মানছুরা খাতুনকে পুলিশ আটক করেন। এছাড়া মামলার অপর আসামি স্থানীয় ব্যবসায়ী মোজাম্মেলকে পুলিশ আটক করে। তারা দীর্ঘদিন জেল হাজতে ছিলেন। পরে জামিনে ছাড়া পান। ওই সময় মোজাম্মেলকে নিহতের স্ত্রী মানছুরার পরোকীয় প্রেমিক হিসেবে মামলার আসামি করা হয়। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা মামলার প্রাথমিক তদন্ত শেষে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। মামলায় মোট ২৩ জন সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য প্রদান করেন।

মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় আদালত তাদের বেকসুর খালাস দেন। মামলার রাষ্ট্রপক্ষে পাবলিক প্রসিডিউটের আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, এবং আসামীদের পক্ষে সিনিয়র আইনজীবি একেএম শফিকুল আলম ও একেএম জিল্লুর রহমান কৌশুলি ছিলেন। এদিকে মামলার রায় ঘোষণার সাথে সাথেই আসামি মানছুরা এবং মছনুয়ারা খাতুন মুন্নি আদালতের কাঠগড়াই কান্নায় ভেঙে পড়েন।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের আব্দুল হামিদ মল্লিকের ছেলে কুয়েত ফেরৎ হাসানুজ্জামান মিলনের ক্ষত বিক্ষত মরদেহ ২০১৬ সালের ২৫ এপ্রিল সকালে গাংনী পৌর এলাকার ঝিনেরপুর এলাকার একটি পরিত্যক্ত বাড়ির পাশে ঝোপের ভিতর থেকে উদ্ধার করে পুলিশ। মাথায় হাতুড়ি দিয়ে উপর্যুপরি আঘাত করে তাকে হত্যা করা হয় তাকে। সেসময় মিলনের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় স্ত্রীর সাথে গাংনীর ব্যবসায়ী মোজাম্মেলের পরকীয়া প্রেমের বলি হয়েছে মিলন।

হত্যকান্ডে জড়িত সন্দেহে নিহতের স্ত্রী মানছুরা, শ্যালিকা মছনুয়ারা খাতুন মুন্নি তার স্বামী পুলিশ কনস্টেবল আব্দুর রশিকে মারধর করে পুলিশের হাতে তুলে দেন নিহতের পরিবারের লোকজন। পরে পুলিশ তাদের এই মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে নিলে বিজ্ঞ বিচারক তাদের জামিন না দিয়ে কারাগারে প্রেরণের নির্দেশ দেন। কুয়েত থেকে সম্প্রতি ছুটিতে দেশে ফিরে স্ত্রী ও এক সন্তানকে নিয়ে গাংনী শহরের বনবিভাগ পাড়ার নিজ বাড়িতে বসবাস করছিলেন তিনি।

ঘটনার আগের দিন বিকেলে গ্রামের বাড়ি শ্যামপুর থেকে গাংনীর বাড়ির উদ্দেশে মোটরসাইকেলযোগে রওনা দেয়। সকালে মিলনের স্ত্রী তাদেরকে জানায় মিলনের কোনো খোঁজ মিলছে না। পরে ঘটানাস্থলে এসে তারা মিলনের লাশের পরিচয় শনাক্ত করেন।

মুজিবনগরে বীর মুক্তিযোদ্ধা আজিমুদ্দীনকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন

মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়নের যতারপুর গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা আজিমুদ্দিন সরদার ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

গত রবিবার সন্ধ্যা ৬ টার দিকে যতারপুর গ্রামের নিজ বাসভবনে বার্ধক্য জনিত কারণে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। গতকাল সোমবার সকাল ১০টার সময় যতারপুর ব্রীজ মোড় সংলগ্ন মাঠে তাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান করা হয়। এ সময় তার মৃতদেহ জাতীয় পতাকায় আচ্ছাদিত করে সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডলের উপস্থিতিতে মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমানের নেতৃত্বে পুলিশ সদস্যরা গার্ড অব অনার প্রদান করেন।

এ সময় উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। জানাজা শেষে বীর মুক্তিযোদ্ধাকে নিজ গ্রামের কবর স্থানে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।

বীর মুক্তিযোদ্ধা আজিমুদ্দীন মৃত্যুকালে স্ত্রী, চার মেয়ে ও এক ছেলে সন্তানসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন।

মুজিবনগরে টার্গেট ডিফেন্স জব কোচিং সেন্টারের উদ্বোধনী

মুজিবনগরের কেদারগঞ্জ বাজারে টার্গেট ডিফেন্স জব কোচিং সেন্টারের উদ্বোধনী ও দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

সোমবার (২৭ জানুয়ারি) বিকেল ৪ টায় মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সংলগ্ন হাজী জসীম শপিং কমপ্লেক্সে এই উদ্বোধনী ও দোয়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ শাহিন উদ্দিন শাহীন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ জসিম উদ্দিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ আমিনুল ইসলাম আমিন।

এছাড়া অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষক মোঃ আব্দুর রফিক, মোঃ সানোয়ার হোসেন, মোঃ বিপ্লব হোসেন এবং মোছা আখি খাতুন উপস্থিত ছিলেন। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন মাওলানা রাসেল।

মেহেরপুরে “মাদককে না বলুন” সমাবেশ

“মাদকের বিষে নষ্ট হবে না জীবন, আলোয় ভরবে তরুণ-তরুণীর মন” এই প্রতিপাদ্যে মেহেরপুরে মাদক বিরোধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন মেহেরপুর জেলা শাখার আয়োজনে সদর উপজেলার গোপালপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় চত্বরে দিনব্যাপি এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

আয়োজিত সমাবেশে ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি ফয়সাল হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারি-পরিচালক মিজানুর রহমান, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, গোপালপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কাশেম, পুলিশের এস আই সুজয় কুমার মল্লিক, ইউপি সদস্য সামিনা আক্তার, ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন মেহেরপুর জেলা শাখার অর্গানাইজেশন সেক্রেটারি ইসতিয়াক উদ্দিন অর্ণব প্রমুখ।

সমাবেশে শিক্ষার্থীদের জন্য ‘মাদককে না বলুন’ বিষয়ে কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুরে আমদহ সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়ে শিশু বরণ

প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন, সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং বিদ্যালয়কে শিশু-বান্ধব পরিবেশ তৈরির অংশ হিসেবে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়ে শিশু বরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

গণসাক্ষরতা অভিযানের সহায়তায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এবং কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের আয়োজনে সোমবার সকাল ১১টায় এ অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়।

বিদ্যালয়ের সহঃ প্রধান শিক্ষক আক্তারুন নেছা (শিল্পী) এর সভাপতিত্বে এবং বিদ্যালয়ের পিটিএ কমিটির সভাপতি মোঃ ইমদাদুল হকের উপস্থিতিতে এ অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। শিশু বরণ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মউক-এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার কাজল রাখো। তিনি তার বক্তব্যে কোমলমতি শিশুদের প্রতি অভিভাবকদের আরও যত্নশীল হওয়ার আহ্বান জানান।

তিনি আরও বলেন, লক্ষ্য করা যাচ্ছে অনেক অভিভাবক তাদের সন্তানদের যথাযথ পোশাক ছাড়াই বিদ্যালয়ে পাঠাচ্ছেন, যা অনুচিত। তাই অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে।

অতিথিরা বক্তব্যে বলেন, শিক্ষাই দেশ ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আমাদের কোমলমতি শিক্ষার্থীরাই জাতির ভবিষ্যৎ। অনুষ্ঠানে অতিথি, বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, ওয়াচ সদস্য এবং অভিভাবকগণ বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে নতুন শিক্ষার্থীদের ফুল ছিটিয়ে এবং মিষ্টি মুখ করিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। পাশাপাশি উপহার হিসেবে তাদের হাতে শিক্ষা উপকরণও তুলে দেওয়া হয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে মনোবাধ্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মউক এর ধরনের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন প্রোগ্রাম ম্যানেজার কাজল রাখো এবং আয়োজনের সবকিছু দায়িত্ব পালন করেন প্রোগ্রাম অফিসার আশিক বাল্লাহ।

গাংনীতে ট্রাকের ধাক্কায় প্রাণ গেল ৯ বছরের শিশুর

মেহেরপুরের গাংনীতে ইট ভাটার ট্রাকের ধাক্কায় নয় বছর বয়সী তাইমুজ্জামান নামের এক স্কুল ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন নিহত তাইমুজ্জামানের বড় চাচা মোটরসাইকেল চালক মাসুদুজ্জামান (বাবু)।

সোমবার (২৭ জানুয়ারী) দুপুর ১টার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া মহাসড়কের শুকুরকান্দি নামক স্থানে সামিয়া ফিলিং এন্ড অটো গ্যাস স্টেশনের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তাইমুজ্জামান মেহেরপুর স্টেডিয়াম পাড়ার প্রবাসী মাহারুজ্জামানের ছেলে ও স্থানীয় মিশন স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র এবং আহত মাসুদুজ্জামান একই এলাকার মৃত জবেদ আলীর ছেলে।

আহত মোটরসাইকেল চালক মাসুদুজ্জামান জানান, তিনি মোটরসাইকেল

যোগে তার প্রবাসী ছোট ভাইয়ের ছেলে তাইমুজ্জামানকে সাথে নিয়ে দৌলতপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে আকুবপুর সামিয়া ফিলিং এন্ড অটো গ্যাস স্টেশনের সামনে পৌঁছালে বাম পাশে অবস্থিত থ্রী স্টার ইটভাটা থেকে একটি ট্রাক বেপরোয়া গতিতে এসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তার মোটরসাইকেলের পিছনে ধাক্কা দেয়। ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেলের আরোহী আইমুজ্জামান পিছন থেকে পাকা সড়কের উপরে আছড়ে পড়ে গুরুতর আহত হয়। একই সাথে আহত হয় মোটরসাইকেল চালক বাবু।

স্থানীয় লোকজন আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত কুষ্টিয়ার মিরপুর ৫০ শয্যা বিশিষ্ট স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাইমুজ্জামানকে মৃত ঘোষণা করেন এবং মোটরসাইকেল চালক বাবুকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন।

গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন ট্রাকটি আটক করতে পারলেও চালক পালিয়ে যায়। পরে ঘটনাস্থল থেকে ট্রাক জব্দ করে থানায় আনা হয়েছে। নিহতের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও জানান পুলিশের ওই কর্মকর্তা।

মেহেরপুরে মেরাজের গুরুত্ব ও তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা সভা

মেহেরপুরে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে মেরাজের গুরুত্ব ও তাৎপর্য” শীর্ষক একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার (২৭ জানুয়ারি) সকাল ১০টায় মেহেরপুর জেলা মডেল মসজিদ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র কার্যালয়ে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মুনীর। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা নিরাপদ খাদ্য অফিসার রিয়াজ মাহমুদ।

স্বাগত বক্তব্য দেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ফিল্ড অফিসার ওবাইদুর রহমান। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মডেল মসজিদের ইমাম মুফতী মোঃ সাদিকুর রহমান। পবিত্র কোরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাস্টার ট্রেইনার মাওলানা মোঃ আব্দুল হামিদ।
আলোচনা সভার সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ফিল্ড সুপারভাইজার তাওহিদুল ইসলাম।

উক্ত আলোচনা সভায় বক্তারা মেরাজের ধর্মীয় গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং ইসলামের শাশ্বত শিক্ষাগুলো সাধারণ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

গাংনীতে যুবলীগ নেতার হামলায় বিএনপি নেতা ও তার ছেলে আহত

গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের মহিষাখোলা গ্রামে ইউনিয়ন যুবলীগ হাফিজুর রহমান হাফিজ ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলাপাতাড়ি কুপিয়ে গ্রাম বিএনপির নেতা আব্দুর রহিম (৬৫) ও তার ছেলে ফিরোজ হোসেন (২৭) গুরুতর জখম করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

গতকাল রবিবার (২৬ জানুয়ারী) দিবাগত রাত ৯টার দিকে গাংনী উপজেলার মহিষাখোলা গ্রামের দক্ষিণ তেঁতুলবাড়ীয়া পাড়ায় এই হামলার ঘটনা ঘটে।

আহত আব্দুর রহিম ও তার ছেলে ফিরোজ হোসেন প্রথম গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ও পরে সেখান থেকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, আজকে রাতে স্থানীয় মসজিদ নির্মাণকে কেন্দ্র করে কথা চলছিল। এসময় যুবলীগ নেতা হাফিজ ও বিএনপির স্থানীয় নেতা আব্দুর রহিমের মধ্যে কথাকাটাকাটি হয়। এর জের ধরে হাফিজ তার লোকজন ধারালো কুড়াল দিয়ে বিএনপি নেতা আব্দুর রহিমকে এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকে। এসময় তার ছেলে ফিরোজ হোসেন তার বাবাকে বাঁচাতে

এলে তাকে কুপিয়ে জখম করে। এসময় গুরুতর আহতাবস্থায় তাদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেস্কে ভর্তি করেন। পরে সেখানে তাদের অ্বস্থার অবনতি হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

তারা আরও অভিযোগ করেন, যুবলীগ নেতা হাফিজুর রহমান হাফিজ দীর্ঘদিন যাবৎ তার নিজ ফেসবুকে বিএনপি ও প্রধান উপদেস্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসসহ বর্তমান সরকারের বিভিন্ন উপদেষ্টাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও উস্কানিমুলক পোষ্ট দিয়ে থাকেন।

এদিকে এই হামলার পরপরই গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেস্কে আহতদের দেখতে যান এবং চিকিৎসার খোঁজ খবর নেন। তিনি হামলাকারী যুবলীগ নেতা হাফিজ ও তার সন্ত্রাসী বাহিনীর লোকজনকে অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবী জানান।

এদিকে, এই হামলার পরপরই যুবলীগ নেতা হাফিজুলের বাড়িতে বিক্ষুব্ধ জনতা হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করেছে বলে ফেসবুকে এসে লাইভ করে অভিযোগ করেছেন তিনি।

হাফিজ ফেসবুক লাইভে বলেছেন, আব্দুর রহিম ও তার লোকজন প্রথমে আমার বাড়িতে হামলা করেছে। আমাকে ও আমার পরিবারের লোকজনকে মারধর ভাঙচুর করেছে। তবে, লাইভ করার পরপরই পালিয়ে গেছেন হামলাকারী যুবলীগ নেতা হাফিজুর রহমান হাফিজ ও তার লোকজন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, ঘটনার পরপরই পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌছে পরিস্থিতি শান্ত করেন। এঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো মামলা হয়নি। তবে, এলাকায় কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি যেনো না ঘটে সেব্যাপারে পুলিশ টহল দিচ্ছে।

আহত পরিবারের পক্ষ থেকে মামলার প্রস্তুতি চলছে বলে জানা গেছে।